দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/৯/৮১
পৃষ্ঠা··· ··· ···কলাম··· ···

নিরক্ষরতার অভিশাপ

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার বলেছেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে সমাজকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হবে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও মসৃণ করে তোলার সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা ও দৃঢ়সংকল্পের প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই ঘোষণা একদিকে যেমন দেশের শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষদের সাক্ষর হতে উদ্বুদ্ধ করবে, অন্যদিকে তেমনি নিরক্ষরতা মোচন অভিযানের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিকে করে তুলবে আরও বেশি দায়িত্বসচেতন ও কর্তব্যনিষ্ঠ।

জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের নিরক্ষরতা আমাদের দেশের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। এদেশ গ্রামের দেশ। আমাদের আটষট্টি হাজার গ্রাম উন্নত হলেই সারাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ঐতিহাসিক কারণেই গ্রামের মানুষ শিক্ষা-বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবেই এরা না জানে নিজেদের দুরবস্থা ও অনগ্রসরতার কারণ, না পারে নিজেদের ভাগ্য বদলাবার জন্য সংগঠিত হতে এবং আধুনিক প্রযুক্তি সদ্ব্যবহার করতে। জাতীয় অগ্রগতির এই মূল সমস্যাটি উপলব্ধি করেই মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিরক্ষরতা মোচন কর্মসূচীকে শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন বিপ্লবের অঙ্গীভূত করেন। তাঁর সংশয়শূন্য বিশ্বাস ছিল যে জনগণকে লেখাপড়া শেখানো গেলে তারা সচেতন ও সংঘবদ্ধ হবে, সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলবে, ফসলের ফলন ও কল-কারখানার উৎপাদন বাড়াতে এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এর সুফল হিসেবে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপায়ণ সহজ ও গতিশীল হবে এবং বদলাবে জনসাধারণেরও পাথর-চাপা কপাল। তিনি যে সাক্ষরতা অভিযান শুরু করেন তার সুফল পাওয়া গেছে। দেশের অনেক নারী-পুরুষই আজ লিখতে পড়তে শিখেছে।

আমাদের জনসংখ্যার প্রায় আশি শতাংশ নিরক্ষর। এই বিপুল সংখ্যক লোককে কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষিত করে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। এছাড়াও রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার সব রকম উপকরণ ও শিক্ষায়তনের অভাব। পুষ্পকীটের মত সরকারের নিরক্ষরতা মোচন কর্মসূচীতেই রয়েছে কিছু কিছু গলদ। শিক্ষা প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নন-নিবেদিতপ্রাণ। এরই ফলে কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীদের জন্য দেয়া পাঠ্যপুস্তক হয়ত উঁই-এর খাবার নয়ত ঠোঙ্গা তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে। আমরা মনে করি, নিরক্ষরতা মোচন কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে প্রথমে জনসাধারণকে যেমন মটিভেট করতে হবে, তেমনি পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উপকরণ পৌঁছে দিতে হবে তাদের হাতে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের কাজ কতটা এগোল তার নিয়মিত মূল্যায়ন এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনেরও কার্যকর ব্যবস্থা থাকা দরকার। আগামী চার বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ বিদায় করতে হলে নিরক্ষরতা মোচন কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক করতে হবে এবং তার বাস্তবায়নে নিয়োগ করতে হবে সর্বশক্তি—জনসাধারণ ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সংকল্পবদ্ধ ও উদ্যোগী মানুষের কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই। মনে-প্রাণে চাইলে এবং আন্তরিক উদ্যোগ নিলে তারা বছরের পথ ছ'মাসে পাড়ি দিতে পারে। দেশের নিরক্ষরতা মোচন আন্দোলন মসৃণ ও ফলপ্রসূ হোক—এই আমাদের কাম্য।